ইত্তেফাক

তারিখ 20 JUN 1986
পৃষ্ঠা 2 কলাম 1

012

বিদ্যালয় ভবনের জীর্ণদশা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্যা নতুন নয়। বিদ্যালয়গৃহ আছে তো, তাহার বেড়া নাই, আসবাবপত্র নাই। আবার ছাত্র আছে তো, নাই প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক। এই সমস্যা সমাধানে সরকারী অপারগতার জন্য তহবিলের অপ্রতুলতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়। হয়তো ইহা সত্য, প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে যে সমস্ত সমস্যা বিরাজমান তাহা একই সঙ্গে দূর করার মত স্ফীত তহবিল সরকারের নিকট নাই। কিন্তু বছরের পর বছর বিদ্যালয়গুলি একই সমস্যা হাতে নিয়া যেভাবে দাঁড়াইয়া আছে তাহাতে এ ব্যাপারে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের ঔদাসীন্যের আভাসই ফুটিয়া উঠে।

গ্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে পাকা ভবনে রূপান্তরিত করার কার্যক্রম শুরু হয় ষাটের দশকে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, সরকারের একশ্রেণীর কর্তাকর্মচারী ও ঠিকাদারদের হাতে পড়িয়া এই কর্মসূচী ব্যর্থ হইয়াছে। ৫।৭ বছর অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই বহু ভবনের দরজা-জানালা খুলিয়া গিয়াছে এবং দেওয়াল ও ছাদে সৃষ্টি হইয়াছে ফাটল। মানিকগঞ্জের এক সংবাদে জানা যায়, সদর উপজেলার বাসুদেব, ভাড়াইয়া, ভাটভাউর, উকিয়ারচর, কাফাদিয়া, রাজিবপুর ও কাটিগ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাকা ভবনের ছাদ ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে।

উল্লেখ্য, দেশে এখনো অনেক বিদ্যালয় আছে যেগুলির নীচে পাকা, উপরে ও পাশে টিন। কিন্তু নির্মাণ-সততার জন্য ইহা এতই সুদৃঢ় যে, তিন পুরুষের শিক্ষা গ্রহণের পরও ওইসব ভবনের কোন ক্ষতি হয় নাই।

পক্ষান্তরে পাকা ভবন নির্মাণে সরকারী অর্থের আত্মসাৎ এবং অতি নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের দরুন কার্যতঃ ভবনগুলি নির্মিত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই বহুবিধ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য অনাবাসক, ঠিকাদার তথা নির্মাণ দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি এবং বিশেষতঃ এক শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী বেপরোয়া চুরিচামারির জন্যই প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন প্রকল্প বলিতে গেলে ব্যর্থ হইয়াছে।

এই সমস্যাটির প্রতি সংশ্লিষ্ট মহলের আশু দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। কেননা, এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গাছতলায় বসিয়া শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব নয়। এ জন্য অবশ্যই গৃহ আবশ্যক। সুতরাং গ্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাকা ভবন নির্মাণসহ যে সমস্ত বিদ্যালয়গৃহ ভগ্নাবস্থায় নিপতিত রহিয়াছে সেগুলি জরুরী ভিত্তিতে মেরামত করা দরকার। তবে এই মেরামত তদারকের দায়িত্ব অবশ্যই সৎ লোকের উপর অর্পিত হইতে হইবে। কারণ লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, এদেশে নির্মাণ ও মেরামত কর্মের ক্ষেত্রেই দুর্নীতি তথা চুরিচামারি হয় অত্যধিক। এই দুর্নীতি রোধ করিয়া পুরা অর্থ যদি সুপরিকল্পিতভাবে নূতন বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ এবং পুরাতন ও ত্রুটিপূর্ণ ভবনসমূহ মেরামতে খরচ করা হয়, তাহা হইলে অত্যল্পকালের মধ্যেই যে এদেশের সবকয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয় অন্ততঃ কাঠামোগত দিক হইতে মজবুত হইতে পারিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।